তারিখ ...3.0 JAN.1991...
পৃষ্ঠা... ৫... কলাম... ৭ ...

দৈনিক সংবাদ

16

22

ছয় বছর ধরে শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ!

যশোর জেলার কেশবপুরে ৬ বছর ধরে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ। আমাদের সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, কেশবপুর উপজেলায় শিক্ষক নিয়োগ স্থগিত রাখা হয়েছে আদালতের আদেশে।

১৯৮৪ সালে উপজেলা শিক্ষক নিয়োগ কমিটি ১১ জন শিক্ষক নিয়োগ করেন। ঐ ১১ জন শিক্ষক ১১ মাস বিনাবেতনে চাকরি করার পর ছাঁটাই হয়ে যান। তারপর মামলা নিয়োগ সংক্রান্ত জটিলতার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষক নিয়োগে আদালতের হস্তক্ষেপ।

দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে কোন শিক্ষকের পদ শূন্য হলে শূন্য স্থান পূরণ করার জন্য এমনিতেই কারো চাড় থাকে না। তার উপর আদালতের হস্তক্ষেপ। ফলে কেশবপুরের সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ৬ বছর ধরে শিক্ষকের ৩০টি পদ খালি পড়ে আছে। তার মধ্যে ১৩টি পদ প্রধান শিক্ষকের। কোন কোন বিদ্যালয়ে আবার দুটো করে পদ খালি।

১১ জন শিক্ষকের নিয়োগ ও ছাঁটাই নিয়ে মামলার নিষ্পত্তি ছ'বছরে হলো না। ১১ জন শিক্ষক ঝুলে রইলেন। উপজেলায় উপজেলায় পরিবর্তন হলো। দেশে রদবদল হল। কিন্তু শিক্ষকের অভাবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনা যে ঠিকমত হচ্ছে না, সেদিকে কারো নজর গেল না কেন?

প্রাথমিক বিদ্যালয় তো কোন অফিস–আদালত নয় যে, নিয়োগ বন্ধ থাকলে অন্যেরা কাজ চালিয়ে নেবেন। তাছাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে নির্দিষ্টসংখ্যক শিক্ষকপদ আছে। বাড়তি শিক্ষক কোন বিদ্যালয়ে থাকে না। প্রয়োজন–অতিরিক্ত পদ সেখানে সৃষ্টি করা হয় না। একজন শিক্ষক কম থাকলে বা একজন শিক্ষক না পড়ালে তার কাজ করার আর কেউ থাকে না। এই সহজ সত্যটি জানার পরও ছ'বছর ধরে কেন ৩০টি শিক্ষকপদ কেশবপুরে খালি রাখা হলো?

আদালত যখন নির্দেশ দিয়েছিল, তখন আদালতের এই উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই ছিল না যে, বিপুলসংখ্যক ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া বিঘ্নিত হোক। তাছাড়া মামলা নিষ্পত্তিতে যখন দেরী হচ্ছিল তখন শিক্ষা কর্তৃপক্ষ হাত গুটিয়ে বসে না থেকে আদালতের কাছে নিয়োগ স্থগিত আদেশ প্রত্যাহার করার জন্য আবেদন করতে পারতেন। অথবা অস্থায়ী ভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগ করতে পারতেন। শিক্ষার প্রতি নিষ্ঠা থাকলে স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ বিকল্প পন্থা নিশ্চয়ই বের করতে পারতেন।

যে সকল বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের ঘাটতি, সেসব বিদ্যালয়ে গত ছয় বছরে ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয়েছে, অনেকে প্রাথমিক শিক্ষা 'শেষ' করে চলে গিয়েছে। শিক্ষকের অভাবে তারা শিক্ষিত হওয়ার বদলে অর্ধশিক্ষিত হয়ে বেরিয়ে গেছে। অনেকে বোধ হয় 'সিকি পরিমাণ' শিক্ষাও পায়নি।

কেশবপুরে ছাঁটাইকৃত শিক্ষকদের নিয়ে যে মামলা ছ' বছর ধরে চলছে, তার নিষ্পত্তি করতে প্রতিবন্ধকতা কোথায় তা আমাদের জানা নেই। আইনের মারপ্যাঁচ ছাত্রছাত্রী বা অভিভাবকদের বোঝানো যাবে না। শিক্ষক না থাকার কোন অজুহাতই তারা মানবে না।

আমরা আশা করব, সরকারের শিক্ষা ও বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষক নিয়োগ স্থগিত রাখার দিকে নজর দেবেন এবং কেশবপুরের হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর শিক্ষার পথ সুগম করবেন। গত ছ' বছরে ছাত্রছাত্রীদের অনেক ক্ষতি হয়েছে। সেই ক্ষতি আর বাড়তে দেয়া উচিত নয়।